R. N No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর).
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩৭ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই মাঘ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
৩১শে জানুয়ারী, ২০০৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

অপরাধীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ এখন তাদের সম্পত্তি ক্রোক করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় পুলিশ অপরাধীদের ধরতে না পেরে বা তাদের বিরুদ্ধে কোন আস্থাজনক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়ে শেষে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার পন্থা নিয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর শহর লাগোয়া জয়রামপুর লেংড়িপাড়ায় সারফুল সেখের বাড়ীতে সম্প্রতি চুরি হয়। ঐ গ্রামের ফটু, বাবু ও নান্টু সেখের মধ্যে চোরাই মালপত্র ভাগাভাগি নিয়ে গন্ডগোল হওয়ায় ঘটনাটা ফাঁস হয়ে যায়। এই নিয়ে ১৯ জানুয়ারী গ্রামে সালিশি সভা বসে। অভিযুক্তরা সালিশি সভায় উপস্থিত না হওয়ায় সভার মাতব্বররা মোবারক সেখকে (১৮) ওদের ডাকতে পাঠান। ঐ সময় দুষ্কৃতীদের এক আত্মীয় সোনাদর্শী সেখ ছুরি দিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

দলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে কংগ্রেস থেকে সোস্যালিষ্ট পার্টিতে

অসিত রায় : দলের দুর্নীতি অন্যায় অত্যাচার আর স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে সাগরদীঘির তেলাঙ্গল, বোখারা, বাহালনগর, দোহাইল, যোগপুর, রসবেরুলিয়া, মেঘাশিয়ারা প্রভৃতি গ্রামের বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী গত ২৫ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়। ১০নং তেলাঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দল পরিবর্তনের আয়োজন হয়েছিল। সরকারী ধানের বীজ চাষীদের মধ্যে বন্টন না করে বিভিন্ন আড়তে পাঠিয়ে দেওয়া বা বন্যাত্রাণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের বিলি ব্যবস্থায় কারচুপি ইত্যাদি ছিল বিক্ষোভের অন্যতম কারণ। সাগরদীঘির (শেষ পৃষ্ঠায়)

সামসেরগঞ্জের বিডিওর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলো চাঁই সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দপ্তর জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন চুক্তির ভিত্তিতে পঞ্চায়েত এলাকার স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে এ. এন. এম নিয়োগ করবে, তার ভিত্তিতে প্রতি ব্লকে কোন সাবসেন্টারে তপশীলি জাতি/উপজাতি/অনগ্রসর জাতি প্রার্থী নেওয়া হবে, সংরক্ষিত স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলির নাম সংশ্লিষ্ট বি. ডি. ও অফিস থেকে জানতে পারা যাবে বলা হয়। অভিযোগ উঠেছে কোন কোন বি. ডি. ও সংরক্ষিত এলাকার তালিকা না টাঙিয়ে গোপনে নিয়োগের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। সামসেরগঞ্জ ব্লকের বি. ডি. ও অমিতেশ বিশ্বাস কোন আগাম নোটিশ না দিয়ে ইচ্ছামত অবৈধভাবে হেয়ারিং করে যাচ্ছেন। তিনি প্রথমে মৌখিকভাবে গাজিনগর (শেষ পৃষ্ঠায়)

টিকিট কাউণ্টার উদ্বোধন নিয়ে জল্পনা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার কয়েক মাস ধরে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উদ্বোধনের অপেক্ষায়। কাকে দিয়ে এর উদ্বোধন করা হবে এই নিয়ে জলপনা কলপনা চলছেই। এর উদ্বোধক হিসাবে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর নাম বার বার শোনা যাচ্ছে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী প্রণববাবু কবিয়াল মেলায় এখানে আসছেন। পরবর্তীতে ১৮ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় দফায় আসবেন বলে মহঃ সোহরাব সূত্রে জানা যায়। অন্যদিকে টিকিট কাউন্টারের উদ্বোধন নিয়ে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের কর্মকর্তাদের কাছে কোন সবুজ সংকেত নেই।

বিডিও এবং আইনজীবীর মধ্যে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ জানুয়ারী '০৭ সামসেরগঞ্জের বি, ডি, ও-কে নিগ্রহের অভিযোগে পুলিশ এক আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে। খবর ঐদিন সামসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিস লাগোয়া সরকারী আবাসনে বি, ডি, ও অমিতেশ বিশ্বাস এবং জনৈক আইনজীবী কামাল জাহিরুজ্জামানের ধস্তাধস্তি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে আইনজীবীকে থানায় নিয়ে আসে। কামাল জাহিরুজ্জামান পুলিশকে জানান—সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ ব্লকে এ, এন, এম কর্মী নিয়োগ (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই মাঘ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

প্রজাতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী, ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। ১৯৫০ সালের এই দিনটিতে সংবিধান চালু হয় এবং ভারতের প্রতি নাগরিককে অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। তাই ভারতের শাসন ব্যাপারে ভারতের জনগণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাহা ছাড়া নাগরিকদের কর্তব্যও এই উপলক্ষে ঘোষিত হয়। পূর্বে এই ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইত। তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগ। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে ঘোষণা করা এবং উদ্‌যাপন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। পরম পরিতাপের কথাঃ বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ মাথা চাড়া দিয়াছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ইঙ্গিত লইয়া আমরা আমাদের পত্রিকায় বহু আলোচনা করিয়াছি। আজ তাহার রূঢ় বাস্তবরূপ দেখা যাইতেছে মিজোরাম, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি স্থানে। মনিপুর ও আসামে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাইতেছেন এক বা একাধিক জন। এদিকে আই এস আই-এর কার্য্যকলাপও অব্যাহত আছে।

ভারতের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতেরই ক্ষতিসাধনেরঃহীন প্রয়াস। অথচ তাহার উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার সেই দৃঢ় হস্ত কোথায়? তাই শুধু অনুষ্ঠানাদি করিয়া এই দিনটি উদ্‌যাপন করিলেই চলিবে না, ভারতের প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকিতে হইবে। যে সব অশুভ শক্তি দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক; তাহার বিরুদ্ধে সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের অশুভ মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করিতে হইবে। সংহত কর্মশক্তি দিয়া দেশের শক্তিবৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। যে সব বহিঃশক্তি ভারতকে দুর্বল করিতে চেষ্টিত, তাহার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিটি মানুষকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থবোধ অপেক্ষা দেশ বড়।

ভক্তের বিদ্যা ফেরতে মায়ের জবাব

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

চারখানি পাশ ক'রে বাবু
কাটতে ভুলো (t) টির মাথা
(i) আই-এর ফুটকি দিতে ভুলো
M. A. তুমি নও যা তা!
বাঙালী কেরাণী নহ,
হয়ে গেছো হাফ সাহেব!
এই বিদ্যা দিতে তোমার
সর্বস্বান্ত পিতৃদেব!
বড় সাহেব রাগ করিলে
দুনিয়া দেখ অন্ধকার!
ক্যাস ভেঙেছো শোনেন যখন
ব'লে ওঠেন ড্যাম শুয়ার!
বড় বাবুর চরণ ধরে
যখন তখন মাখাও তেল।
তাঁর হাতে যে টাকার হিসাব—
টানবে ঘানি খাটবে জেল।
পাশের কাগজ চারখানিতে
বিদ্যা বুঝি ফেরত হয়?
ওতে আছে নাম লেখা তোর—
এতেও আছে জেলের ভয়।
মনে করিওনা দুঃখ
সত্য কথা হবে রুক্ষ
সুক্ষ্মভাবে ভেবে দেখ মনে—
আমি বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী,
নহি কিন্তু বিত্ত-দাত্রী,
মোরে দোষী কর কি কারণে?
দেব দেবী আছে যত,
ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে রত,
ডিপার্টমেন্ট ভাগ করা আছে—
লেখাপড়া গীতবাদ্য
শেখানো আমার সাধ্য
আর কিছু নাই মোর কাছে।
ধন ধান্য চাহে যেবা,
লক্ষ্মীর করুক সেবা
ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট তাঁর
সে যদি আদেশ করে
পৌঁছাইয়া দিবে ঘরে
যক্ষরাজ—কুবের পোদ্দার।
আমার ডিপ্লোমা বলে
কোনরূপে দিন চলে,
শাক অন্ন হয় কায় ক্লেশে
যদি বাড়ে পরিবার
খাইবার পরিবার
অবশ্য হইবে কষ্ট শেষে।
আফসোসে কিবা হবে?
বৌ মারে আনো যবে
প্রজাপতি দেব করুণায়
ডিপ্লোমার জোরে মোর,
কত টাকা বাবা তোর
নিয়েছিল বধিয়া বেয়াই!
সে টাকার সুদ ধরো,
বেতনটি যোগ করো
কম টাকা হবে না তাহাতে—
তা না ক'রে টাকাগুলি
উড়াইলে যেন ধূলি,
প্রোসেসনে আর বৌ-ভাতে!
পরের চোকের জল
ফেলার ফলিল ফল
থাকিল না ব্যাটা বেচা টাকা।
অন্য লোকে দুঃখ দিয়ে,
ফাটাইয়া তার হিয়ে
দেখেছ কি কারো সুখে থাকা?
জোটায়ে আমি তোমায়
দিই নাই বৌ-মায়,
ঘটন ঘটালে প্রজাপতি
কাচ্চা-বাচ্চা একপাল
জুটাইয়া যে জঞ্জাল,
ষষ্ঠী দেবী দিল এ দুর্গতি।
ভোগ ও বিলাস আদি
সে সব তো কৃত ব্যাধি
গতানুগতিক হ'য়ে নিলে।
চা, চুরুট আদি যত
ফ্যাসান শিখিয়া কত
ডুবে মরো স্বখাদ সলিলে।
আর দেখ চারি যুগে,
মোর ভক্তগণ ভুগে,
দৃষ্টান্ত রয়েছে বহু তার।
বেদব্যাস, কালিদাস
কাশীরাম কৃত্তিবাস,
সুখে দিন চলেছে কাহার?
দরিদ্র মাইকেল মধু
কষ্টে দিন কাটি শুধু
তনু ত্যাগ করে হাসপাতালে;
পুত্র মোর হেমচন্দ্র—
সেও হয়েছিল অন্ধ,
সুখ পেয়েছিল কোন্ কালে?
সুকবি রজনীকান্ত
তাহারও হলো দেহান্ত
মেডিক্যাল কলেজ কটেজে।
আমার সেবক যারা,
অভাবে ভুগিছে তারা,
আমারই অদৃষ্টে বাপ সে যে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জঙ্গিপুর সাহেববাজার এলাকার কালীপদ ত্রিবেদী (৮৩) গত ১৭ জানুয়ারী '০৭ পরলোকগমন করেন। তিনি '৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রায় একমাস কারাবরণ করেন।

"তবু এ আশার নেশা"

হরিলাল দাস

"রেখো, মা, দাসেরে মনে"—এই আর্তি ছিল দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনের, ১৮৬২-তে, "বঙ্গভূমির প্রতি"। ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ জন্ম, মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩।

বাঙালি আজ কবিকে মনে রেখেছে, কিছু পাঠ্যপুস্তকে পত্রস্থ করে। অথবা মনে রাখেনি—বেকারী বঞ্চনা ও হীনতা অস্বীকার করে, এই শিল্পায়নের ঘোরে। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল"—এই তীব্র আত্ম জিজ্ঞাসা মধুসূদনের, আজকের প্রজন্মকেই। সচেতন যুবগণ, যাচাই করে নিন বাস্তব অবস্থাটা কী?

৯ বছর বয়সে ১৮৩৩-এ হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ধনীর দুলাল। ক্লাস করতে করতে দিনে দুবার স্যুট চেঞ্জ করতেন। দারুন ইংরেজি কবিতা লিখতেন—আশা করতেন, বিলেত যাবেন, ইংরেজ কবিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা চায়। তারপর?

সেই আশার তাড়নায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ১৮৪৩-এ। ফলে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হল। গেলেন শ্রীরামপুর বিশপ কলেজে, ১৮৪৫। খ্রিস্টান বন্ধুদের সহায়তায় মাদ্রাজ প্রবাসী। তখন বয়স ২৪। সেখানে শিক্ষকতা—ইংরেজিতে কাব্য Captive Ladie রচনা। উচ্চাশা বিড়ম্বিত। আবার কলকাতা, ১৮৫৬। এই সময়েই বঙ্গ সাহিত্যে প্রচুর যুগান্তকারী সৃষ্টি। Blank verse অমিত্রাক্ষর ছন্দও Sonnet—বাংলা চতুর্দশপদী প্রবর্তন।

তবু আশার ছলনায় চলে গেলেন ইংলন্ডে—প্রবাসে বিপন্ন অর্থসংকটে—দুর্ভোগে, দুর্বিপাকে ক্লিষ্ট পাঁচ বছর পর ১৮৬৭-তে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরলেন। আইন ব্যবসায় অর্থোপার্জন হলেও অমিতব্যয়িতাজনিত অর্থাভাব। চাকরি নিলেন। তাও টিকল না। স্বাস্থ্য ভাঙল। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে এক অতি করুণ মৃত্যু।

সেবানিধি প্রতিষ্ঠানের অনবদ্য প্রয়াস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চোখের নানা সমস্যায় জর্জরিত জনসাধারণের রোগ মুক্তির প্রচেষ্টায় লায়নস ক্লাব জঙ্গিপুর তাদের নিজস্ব সেবানিধি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা এক কথায় প্রশংসনীয়। সামান্য পয়সায় প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানে চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবস্থা রয়েছে উন্নত পদ্ধতি ও পরিকাঠামোয় মাইক্রো সার্জারী অপারেশনের। গত ৬ জানুয়ারী ডাঃ সুনীল সুরানা এবং সহযোগীদের সহায়তায় অপারেশন হয়েছে ৪৫ জনের। তিন হাজার টাকা পর্যন্ত একাধিক বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষদের জন্য সেই ব্যবস্থা রয়েছে স্বল্প মূল্যে। আর প্রকৃত দুঃস্থদের জন্য তা রয়েোছ বিনামূল্যে। আগামী দিনে আরও উন্নত প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর মধ্যে চোখের যে কোন জটিল অপারেশন এখানেই করা সম্ভব হবে বলে ঐ সংস্থার কর্মকর্তারা জানান।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর, ওয়াই এফ-এর ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি ডি, ওয়াই, এফ আই এর রঘুনাথগঞ্জ শাখা রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কানুপুর ও রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দেয়। উল্লেখযোগ্য অভিযোগের মধ্যে ছিল—বি পি এল কার্ড, নতুন রেশন কার্ড, লেবার জব কার্ড নিয়ে দলবাজি বন্ধ করা। আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বৈদ্যুতিক আলো, আবাসন ইত্যাদি নিয়ে স্বজনপোষণ অবিলম্বে বন্ধের দাবী জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সারফুল আলমসহ ছ'জন দলকর্মী। উভয় প্রধান দাবীগুলোর উপযুক্ত সমাধানের আশ্বাস দেন।

ভাববার বিষয়—সামনে যে আর্থিক উন্নয়নের ছলনাময়ী টোপ দোদুল, তা কতখানি পূরণ হবার! কারণ, "ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি মানেই শয়তানের কাজ।" আমাদের যেন বিলাপ করতে না হয়, "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়!"—বলে।

বিজ্ঞপ্তি

২০০৭—২০০৮ সালে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০০৭—২০০৮ সালের আর্থিক বর্ষে বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের দিনগুলিতে দুপুর (১১টা থেকে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত) জেলা ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। এই আবেদন পত্র যথাযথ ভাবে পূরণ করে উক্ত দপ্তরেই আগামী ১৫/০৩/২০০৭ এর মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

পত্রিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী বিগত বৎসরের ন্যূনতম সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ ও কার্য্যলয়ে জমা না করলে ফর্ম সরবরাহ করা হবে না। আবেদনকারীদের আর এন আই অনুমোদনের জেরক্স কপি ও বিগত বৎসরের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োনীয় বিষয়াদি অবশ্যই আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

মালা মৈত্র
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ২৫ (২০)/তথ্য/মুর্শিঃ তাং ১২/১/০৭

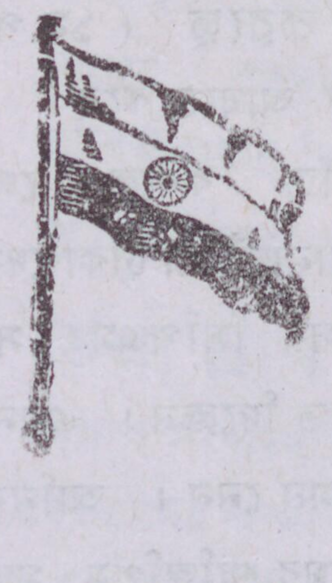

I love India

প্রজাতন্ত্র দিবস, ২০০৭

সকলের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ২৬/(৩০), তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১২/১/২০০৭

রিক্রিয়েশন ক্লাবের ১ম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিক্রিয়েশন ক্লাবের ১ম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল। বিদায়ী জি, এম কমলেশ চট্টোপাধ্যায় এবং নবাগত জি, এম, অহিভূষণ দাস সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। সঙ্গীত শিল্পী মানিক চট্টোপাধ্যায় ও অদিত দাসকে রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানান কমলেশ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়, অদিত দাস এবং বহরমপুর থেকে আগত এক শিশু শিল্পী। বাজি পোড়ানো উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

জঙ্গিপুর সাব-জেলের ফোন বহুদিন অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর সাব-জেলের গুরুত্বপূর্ণ ফোনটি (২৬৬২২৭) কয়েক মাস ধরে অচল। বহু মানুষের বহু অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের মেরামতে কোন উদ্যোগ নেই। পি, ডবলিউ, ডির কনস্ট্রাকসন কাজ চলায় এই বিপত্তি জবাব দিয়ে সাব জেলার তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন। জঙ্গিপুর সাব জেলের সুপারিনটেনডেন্ট (মহকুমা শাসক) এ ব্যাপারে অবহিত আছেন কি?

সোস্যালিষ্ট পার্টিতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বি, ডি, ও চিন্ময় মন্ডল এবং বোখারা-২ অঞ্চল প্রধান ধুলি মারজিত অনুমোদিত তালিকায় ত্রুটির কথা স্বীকার করে তালিকা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানান। সংসদ মিটিংয়ে প্রতিবাদ করায় কিছু কর্মীর নামে এফ, আই, আর-ও করা হয়। শুধু তাই নয়, সংসদের অনুমোদিত তালিকা বাতিলের প্রতিবাদে ব্রজেন দাসকে হাজতবাস পর্যন্ত করতে হয়। ব্রজেন দাস, তারক দলই, রামচরণ দাস, নেশারুদ্দিন প্রমুখ গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় বলে জানা যায়।

সম্পত্তি ক্রোক করছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

মোবারকের পেটে গুরুতর আঘাত করে। আহত যুবককে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ আসার আগেই সোনাদর্শী গা ঢাকা দেয়। গ্রামের কয়েকজন অভিযোগ করেন—ওখানকার সিপিএম সদস্য আনিকুল সেখ নানাভাবে দুষ্কৃতীদের মদত দিচ্ছেন। এমনকি চুরির অভিযোগে ধৃতদেরও তিনি নাকি জামিন নেন। আনিকুলের এই ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপে গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এক্ষেত্রে পুলিশ সোনাদর্শীকে ধরতে না পেরে তার বিষয় সম্পত্তি ক্রোক-এর ব্যবস্থা নিয়েছে। একইভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকন্ঠে আইলেরউপর গ্রামের গ্রেপ্তার না হওয়া খুনের আসামী সুধা মন্ডলের বিরুদ্ধে।

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

প্রোঃ অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৭৫৫৫ ☐ মোবাইল-৯৪৩৪৭৩৮৬৮৪

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চাঁই সমিতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

মালঞ্চা দুটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১) উত্তর কৃষ্ণনগর (আর, সি, এইচ) (২) মালঞ্চা জি, পির দুটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে (এস, সি) হিসাবে ঘোষণা করেন ও আবেদনপত্র জমা নেন। পরে দেখা যায় তিনি অবৈধভাবে ঐ দুটি কেন্দ্রকে একটিকে (জেনারেল) ও অপরটিকে (ও, বি, সি) ঘোষণা করেছেন। আবার নিমতিতা অঞ্চলের শেরপুর সাব-সেন্টারকে পূর্বে জেনারেল পরে (এস, সি) ঘোষণা করেছেন। উক্ত নিমতিতা অঞ্চলের কামালপুর সাব সেন্টারকে পূর্বে (ও, বি, সি) ঘোষণা করেন, যদিও ঐ এলাকায় কোন (ও, বি, সি) নাই। পরে সেটিকে পুনরায় জেনারেল ঘোষণা করেন। এইভাবে নিজের ইচ্ছামত এলাকাকে সংরক্ষিত ঘোষণা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভরত মন্ডল বি, ডি, ও জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে অন্ধকারে রেখে অবৈধভাবে টাকা পয়সা লেনদেনের মাধ্যমে তড়িঘড়ি কাজ সারার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন। অবিলম্বে তুঘলকি কান্ড বন্ধ করে নোটিশের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিস্তারিত জানিয়ে চাঁই সমাজকে তপশীলি হিসাবে ধরে পরিসংখ্যান অনুযায়ী যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে (এস, সি) বেশী সেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে (এস, সি) কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করে, পূর্বে ব্লকে সংরক্ষিত, সাধারণ ও (ও, বি, সি) কোটা নির্দিষ্ট করে তার তালিকা টাঙিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করা হোক। এর প্রতিকার না হলে চাঁই সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে ভরতবাবু আমাদের প্রতিনিধিকে জানান।

আইনজীবীর মধ্যে ধস্তাধস্তি (১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন বি, ডি, ও। নিয়োগের নোটিশে উল্লেখ ছিল প্রার্থীকে তার বসবাসের প্রমাণপত্র, ভোটার আইডেন্টি কার্ড বা রেশন কার্ড এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র দিতে হবে এবং কর্মী নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে। কিন্তু বি, ডি, ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম না মেনে নিয়োগ করায় ঐ আইনজীবী আদালতে কেস করেন। ঘটনার দিন আলোচনার জন্যই নাকি বিডিও আইনজীবীকে ডেকে পাঠান। সেখানে গেলে বিডিওর সঙ্গে বচসা হয়। বিডিও থানায় ফোন করে পুলিশ ডেকে তাকে ধরিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে বিডিও অমিতেশ বিশ্বাস জানান—ঐ দিন সকালে আমার কোয়ার্টারে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে ঐ যুবক আসে। তার অভিযোগ ছিল সুলিতলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের গ্রামীণ নার্স নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। গোটা বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে এবং জেলা শাসক তা খতিয়ে দেখতে বলেছেন বলে তাকে আশ্বস্ত করি। এমন সময় আমার ঘরের চেয়ার তুলে আমাকে মারতে আরম্ভ করে। আমার চীৎকারে বাড়ীর লোক ছুটে যুবকটিকে আটকায়।

স্থানীয়ভাবে জানা যায়। সামসেরগঞ্জ ব্লকে স্বচ্ছতার অভাব থাকায় সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। এর আগে I. C. D. S. কর্মী নিয়োগ এবং শিশু শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগেও নাকি দুর্নীতি হয়েছে। এর জন্য এমনিতেই এলাকার মানুষ অফিসারদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

কাজের লোক চাই

প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য বি-এ, বি-এসসি এবং বি-কম পাশ, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কম্পিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনূর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ ঃ— মোবাইল - ৯৪৩৪০০০৬৪৭